দৈনিক ইনকিলাব

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ ঃ দুর্গাদাস অধ্যায়

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় দেশের সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ লাভজনক বিশ্ববিদ্যালয়। আর এরই সুযোগ নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিত ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে নানা দুর্নীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও ব্যক্তিগত লোভ-লালসা চরিতার্থ করার আখড়ায় পরিণত করেছেন। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি এতটাই ব্যাপক যে, এর ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে ইতোমধ্যে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দেয়ার প্রস্তাব উঠেছে। ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দেশব্যাপী প্রায় ৪০ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন আশঙ্কার মুখে পতিত হয়েছে। এজন্য এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৎ এবং মেধাবী কর্মচারীরা মনে করছেন, প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অবিলম্বে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিত ভিসিসহ সকল দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অপসারণ প্রয়োজন। কেননা, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিস বানিয়ে ফেলেছেন।

বিগত ১৬ আগস্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় শোক দিবস' অনুষ্ঠানে ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য বলেন, তিনি বিগত ৩০ বছর যাবৎ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং আওয়ামী লীগ সরকার তাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে নিয়োগ দান করেছে। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার স্বার্থবিরোধী কোন কাজ তিনি কখনই করবেন না। এর জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাকে যা খুশি তা করতে পারেন, তাতে তার কিছু যায়-আসে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সূত্রে জানা যায়, এদিন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এ দেশে ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের কোন স্থান নেই। শুধু মুক্তিযুদ্ধের ধারক-বাহক শক্তিই টিকে থাকবে। শুধু তা-ই নয়, শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'জাতীয় শোক দিবস' জাতীয়ভাবে এক দিন পালিত হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তা তিন দিন পালিত হয়।

দুর্গাদাস ভট্টাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে যোগদান করেন ১৫ অক্টোবর, ২০০০ সালে। এর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট এবং মওলানা ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সেখানেও তিনি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে এলাকাবাসীর সাথে তার বিরোধ বাধে। এক পর্যায়ে তিনি সন্তোষে না গিয়ে ঢাকায় বসেই দাপ্তরিক কাজ সমাধা করেন। সেখানে বহু বিতর্কিত ব্যক্তিকে শুধু রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ বিচারে নিয়োগ দেন। সে সময় এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের শিক্ষকদের মধ্যেও দুর্গাদাস ভট্টাচার্য সব সময়ই একজন বিতর্কিত ও গ্রুপিং সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত। ফলে তার ভিসি পদে নিয়োগে খোদ সরকার সমর্থিত শিক্ষকবৃন্দও ক্ষুব্ধ হন। তারা দুর্গাদাসের শিক্ষাজীবনে তিনটি থার্ড ক্লাস, একটি অটো প্রমোশন এবং বিতর্কিত ডক্টরেট ডিগ্রীর কথা সংবাদ মাধ্যমে ফাঁস করে দেন। আওয়ামী সরকার প্রণীত কোন তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তকে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ দেয়া যাবে না, আইনের বরাত দিয়ে তারা সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাদের অবস্থান জানান।

সূত্রে প্রকাশ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী সে সময় তাদের আবেদন বিবেচনার আশ্বাস দিলেও প্রতিবেশী একটি বিশেষ দেশের বাংলাদেশস্থ দূতাবাস ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ কিছু সাম্প্রদায়িক সংগঠনের (যে সংগঠনের সাথে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য নিজেও জড়িত) চাপে তা আর হয়ে ওঠেনি।

এদিকে আভ্যন্তরীণ ও বাইরের চাপ কাটিয়ে উঠে দুর্গাদাস আরও বেপরোয়াভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যা খুশি তা-ই করতে শুরু করেন। যোগদানের সময় তার আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দানের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা দেননি তিনি।

উল্টো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় বিবেচনায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মী, সন্ত্রাসী, ধর্ষকদের এবং সম্প্রদায় বিবেচনায় স্বগোষ্ঠীর (যাদের অনেকে ভিসির আত্মীয়ও বটে) লোকদের নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি কোটারীভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও যোগ্যতা-অযোগ্যতার বাছবিচার করা হয়নি, অন্যদিকে লাখ লাখ টাকার উৎকোচ গ্রহণ করা হয়েছে বলে শোনা যায়।

দুর্গাদাস ভট্টাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর গত ৮/৯ মাসে শতাধিক লোককে চাকরি দিয়েছেন এবং এর মধ্যে প্রায় ৪০ জনই হিন্দু। আবার নিয়োগপ্রাপ্তদের বেশীর ভাগই ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং জগন্নাথ হলের ক্যাডার ও সন্ত্রাসী, এদের মধ্যে আছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণধিকৃত ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তরাও। নিয়োগপ্রাপ্তদের অনেকে দুর্গাদাসের এলাকাবাসী ও নিকটাত্মীয়। শুধু তা-ই নয়, তিনি তার পছন্দের লোকদের চাকরি দেয়ার জন্য তাদের যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে আবেদনপত্র আহবান করেন এমন নজিরও পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ভিসির পিয়ন ও ড্রাইভাররা পর্যন্ত তার প্রভাব কাজে লাগিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে। বিষয়টি ব্যাপক জানাজানি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ টাকার ১৫% তার নিজের পকেটে যায় বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুঞ্জন শোনা যায়।

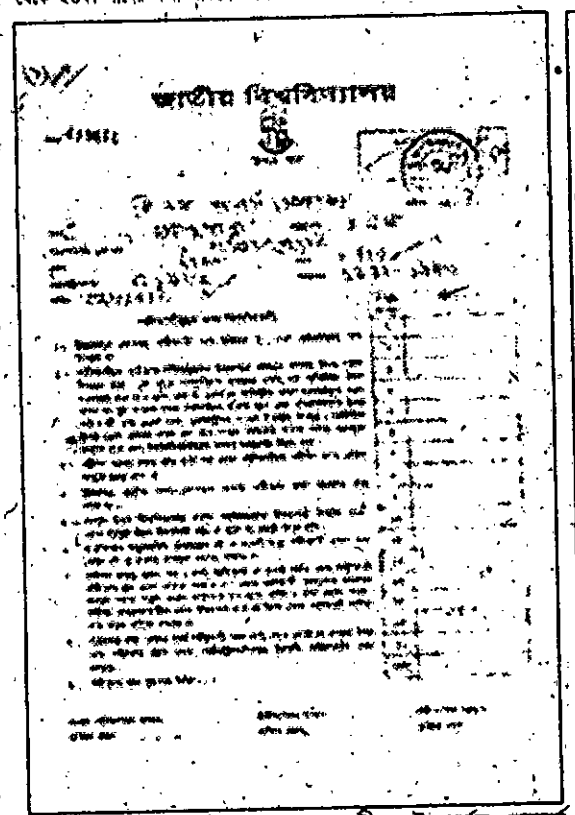

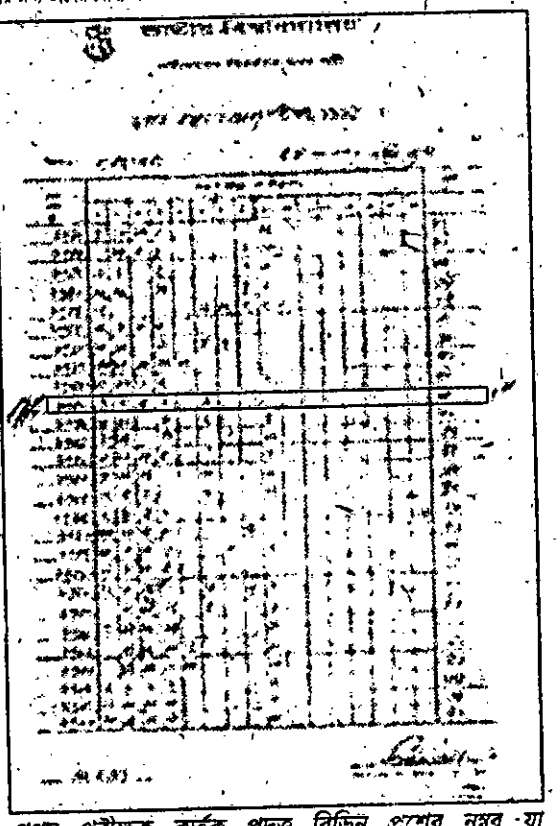

শুধু তার পিয়ন কিংবা ড্রাইভার নয়, দুর্গাদাস নিজেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফল টেম্পারিংয়ের সাথে জড়িত। এ নিয়ে ইতিপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদের স্থায়ী কমিটিতে পর্যন্ত আলোচনা হলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের বোন কাবেরী ভট্টাচার্য ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষের জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা-এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ের অনার্সের ছাত্রী ছিল। তার সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সে অকৃতকার্য হয় এবং ১৯৯৬ সালে পরীক্ষা দিয়ে এক বিষয়ে পাস করে এবং হিসাববিজ্ঞান সাবসিডিয়ারী বিষয়ে রেফার্ড পায়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই তার রেফার্ডপ্রাপ্ত বিষয়ে যেন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে সে জন্য পূর্বতন উপাচার্যের উপর প্রভাব খাটিয়ে ১৯৯৬ সালে অনার্স পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করান এবং এই পরীক্ষা ১৯৯৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে নির্ধারিত হয়। এ তারিখও জুন মাসে পরিবর্তনের চেষ্টা করলে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে তা অনুষ্ঠিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সের সেশনজট এখান থেকেই শুরু বলে অভিযোগ আছে। কাবেরী ভট্টাচার্যের রোল নম্বর ৮৭৪৯, রেজিঃ নং-৫১৯৩২, শিক্ষাবর্ষ ১৯৯২-৯৩, পরীক্ষা ১৯৯৫, অনুষ্ঠিত ১৯৯৭ পরীক্ষার পর দুর্গাদাস শুরু করেন রেজাল্ট টেম্পারিং-এর প্রক্রিয়া। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

খাতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষক প্রদত্ত নম্বরের ব্যবধান পর্যালোচনা করলে যে কেউই টেম্পারিং-এর বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পারবেন। কাবেরীর ১ম পত্রের খাতায় ১ম পরীক্ষক ২৭ নম্বর ও দ্বিতীয় পরীক্ষক ৩৬ নম্বর দিলে গড়ে ৩২ নম্বর পান। দ্বিতীয় পত্রে প্রথম পরীক্ষক ১৫ এবং দ্বিতীয় পরীক্ষক ৩৯ দেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ২টি পরীক্ষকের নম্বরের ব্যবধান ২০-এর অধিক হলে খাতা ৩য় পরীক্ষককে দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে ৩য় পরীক্ষক অত্যন্ত এককাঠি এগিয়ে ৪৫ দিয়ে বসেন। অভিযোগ আছে, ৩য় পরীক্ষকের নিকট ভুয়া উত্তরপত্র পাঠানো হয়। ৩য় পত্রে ৪১ নম্বর পান ৪র্থ পত্রে ১ম পরীক্ষক ১৯ এবং দ্বিতীয় পরীক্ষক ৪৭ এবং তৃতীয় পরীক্ষক ৩৯ দিলে গড়ে (৪৭+৩৯) ভাগ ২=৪৩ পান। ৫ম পত্রে পরিসংখ্যানে কাবেরী এতই খারাপ করে যে তার পাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও পরীক্ষকদ্বয় তাকে ২০ নম্বর করে দেন। কিন্তু পাস নম্বর ২৫। পঞ্চমপত্রের পরীক্ষক বরিশাল বিএম কলেজের ম্যানেজমেন্টের এসোসিয়েট প্রফেসর সিরাজুদ্দীন আহমেদ কাবেরীর ১ম প্রশ্নের উত্তরে ৭, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নে ৫ এবং ৪র্থ ও ৫ম প্রশ্নে যথাক্রমে ২ ও ১ করে মোট ২০ নম্বর দেন। কিন্তু ভিসি ১ম ও ২য় প্রশ্নে ৭ ও ৫-এর আগে একটি করে ১ বসিয়ে ১৭ ও ১৫ করে ২০ নম্বর বাড়িয়ে ৪০ করেন। এছাড়াও টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় ৫০-এর মধ্যে ৪৫ এবং মৌখিক পরীক্ষায় ৫০-এর মধ্যে ৪০, অর্থাৎ এ দুটি পরীক্ষায় ১০০-এর মধ্যে ৮৫ নম্বর পান যা প্রায় অসম্ভব। ভিসি তার বোনকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করানোর জন্য ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন অধ্যাপকসহ ১১ জন অধ্যাপককে অবৈধ পন্থায় টেম্পারিং-এ বাধ্য করেছিলেন। পরীক্ষা কমিটির প্রধান ছিলেন তৎকালীন সিন্ডিকেট সদস্য দুর্গাদাস বাবুর সহপাঠী। একই কারণে তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষরিত টেবুলেশন সিট ছিঁড়ে ফেলে নতুন টেবুলেশন সিট তৈরী করা হয়। এই কাবেরী ভট্টাচার্য ২০০০ সালের ঘোষিত এমকম ফাইনাল পরীক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান পেলে তার সহপাঠীদের মাঝে কৌতুকের সৃষ্টি হয়।

দুর্গাদাস ভট্টাচার্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে তার এই অপকর্ম চাপার চেষ্টা করায় বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যদিকে তার এসব দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার নিয়োগকৃত ছাত্রলীগের ক্যাডারদের দিয়ে দৈনিক ইনকিলাব ও আরেকটি সহযোগী পত্রিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করিয়েছে এবং ইনকিলাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করে পত্রিকা হকারকে মারধর করা হয়েছে। মিছিলে 'হাসিনা-দুর্গা এগিয়ে চল, আমরা আছি তোমার সাথে' শ্লোগান দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই মিছিলে অংশগ্রহণ না করায় দুর্গাদাস তাদের গালমন্দ করলে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক অফিসের মত ব্যবহার করায় বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দুর্গাদাসের অপসারণ দাবী করেছেন। ❑ শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট




*দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের বোন কাবেরী ভট্টাচার্যের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার পঞ্চমপত্র খাতার প্রথম পৃষ্ঠা* — *প্রথম পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রশ্নের নম্বর -যা পরবর্তীতে টেম্পারিং করে বিশ থেকে চল্লিশে উন্নীত করা হয়*